তারিখ ... 18 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ২

দৈনিক
আমাদের সময়

লক্ষ্মীপুরের ২৩৮ বিদ্যালয়ে নেই প্রধান শিক্ষক

মো. জহির উদ্দিন, লক্ষ্মীপুর ● লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ নাগরাজারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০১৩ সালে সরকারিকরণের পর জরাজীর্ণ ও ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় বিদ্যালয়ের ভবনটি। এরপর ৫ বছর ধরে বিদ্যালয় ভবনের অভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রতিদিন ক্লাস করতে হয় কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের। এতে পাঠদান ব্যাহতসহ অনেকটাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে বিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম। এতে করে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগ্রহ হারাচ্ছেন অভিভাবকরা।

প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

শুধু নাগরাজারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নয়, একই দশা পাশের করপাড়া পূর্বগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও। অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাখাতে পরিবেশ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে আছে পুরো লক্ষ্মীপুর জেলা। তাছাড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ২৩৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চলে ওই সব বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। এতে বিদ্যালয় পরিচালনাসহ শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় রয়েছে ৬৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। একই সাথে পাঠানো ওই তথ্যমতে, জেলার ৫টি উপজেলার মোট ৭৩১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৩৮টিতে নেই প্রধান শিক্ষক। এর মধ্যে লক্ষ্মীপুরের সদরে ৯৬টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। একইভাবে রায়পুরে ৩৪টি, রামগঞ্জ ৫৬টি, রামগতিতে ২৭টি ও কমলনগরে ২৫টি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন থেকে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোর সহকারী শিক্ষকই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

সদর উপজেলার খোদাওয়ান্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিলশাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রায়পুরের পূর্ব গাইয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমলনগরের চর জগবন্ধু, ডিএম ফলকন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা যায়, এসব বিদ্যালয়ের ভবনগুলো বেশিরভাগই ঝুঁকিপূর্ণ। ভবনের ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। দেওয়াল ও ছাদের পলেস্তারগুলো খসে পড়ছে। ভবনগুলোর দরজা-জানালা ভেঙে গেছে। ক্লাস নেওয়ার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

লক্ষ্মীপুরের ২৩৮ বিদ্যালয়ে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) এসব পরিত্যক্ত বিদ্যালয় ভবনেই চালানো হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম। এতে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। এ ছাড়া রামগঞ্জ উপজেলার শেফালীপাড়া তরুলতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর হাজীপুর, নয়নপুর, পূর্ব দরবেশপুর, ভোলাকোট ও রতনপুর কালিতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১৪টি বিদ্যালয় ভবনের বেহালদশার কারণে খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান কার্যক্রম।

নাগরাজারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রহিমা বেগম জানান, ১৯৯৩ সালে স্থাপিত বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত করায় চরম দুর্দশায় শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হয় তাকে। তৃতীয় শ্রেণির ক্লাস মাঠে ও বাকি তিনটি ক্লাস পাশের ফোরকানিয়া মাদ্রাসার একটি পরিত্যক্ত কক্ষে নিতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তাই অতিদ্রুত বিদ্যালয়টির নতুন ভবন নির্মাণের দাবি জানান তিনি। করপাড়া পূর্বগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রৌশন আক্তার বলেন, বিদ্যালয়রে চিন্তায় রাতেও ঘুম আসে না। উপজেলা শিক্ষা অফিসে কয়েকবার ভবন নির্মাণের জন্য আবেদন করেও কোনো সুফল পাচ্ছি না। তাই বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে মাঠে ক্লাস নিতে হয়।

সদর উপজেলার খিদিরপুর ২নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা আর শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে পাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বারান্দায় ক্লাস নিতে হয়। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের পদটিও শূন্য রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয় বিদ্যালয়। কমলনগর উপজেলার তালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ জেলার ২৩৮টি বিদ্যালয়েই প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য পড়ে আছে। দেওয়া হচ্ছে না সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি। এতে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে বিদ্যালয়গুলো। কয়েকজন সহকারী শিক্ষক জানান, প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য থাকায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্লেন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পাঠদানেও সমস্যা হচ্ছে। যার প্রভাব সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের উপর পড়ছে। তাই দ্রুত পদোন্নতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদটি পূরণের দাবি জানান তিনি। রামগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মোল্লা জানান, জরাজীর্ণ ও ভবনের অভাবে খোলা আকাশের নিচে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হচ্ছে। জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের তালিকা ও প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদগুলোতে দ্রুত নিয়োগের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার পত্র দেওয়া হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল আজিজ জানান, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ২০১৩ সালে সরকারিকরণ করা হলেও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়নি। এতে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেহেতু প্রধান শিক্ষক পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির, সেহেতু পদোন্নতিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামত নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পদোন্নতিযোগ্য সহকারী শিক্ষকদের সকল তথ্যে তালিকাটি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ খুব শিগগির পদোন্নতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে শিক্ষকদের পদায়ন দেবেন বলে আশা করছি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...............
তারিখ...............

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর